সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

[দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব একটি কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় কৃষি নীতি সামনে রেখে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় গত কয়েক বছর ধরে অব্যাহতভাবে একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হবে ৩৮৯.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ৩৮৪.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন । ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সার্বিকভাবে দেশে খাদ্যশস্য(গম) আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি অর্থবছরে মোট ১৬,৪০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১০,০৭৯.৪৫ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৬১.৪৬ শতাংশ। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। মাটির গুণাগুণ বজায় রাখা ও অধিক ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুষম সার ও জৈবসারের ব্যবহার কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।]

উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠির সমৃদ্ধির জন্য কৃষির ভূমিকা অনবদ্য । দেশের জিডিপিতে কৃষি খাত (ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বন) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক কর্মসংস্থান যোগান দেয় এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহ করে। কৃষি সামাজিক কর্মকান্ডের এক বিশেষ ক্ষেত্র যা জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এছাড়া, কৃষি বিভিন্ন ধরণের ভোগ্যপণ্যের বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ভোক্তাদের বাজারের চাহিদাভিত্তিক মালামালের উৎস। তাই গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাসকরণে কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং এর প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা অপরিহার্য।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটানো সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে দেশজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদাভিত্তিক সিস্টেম-বেজড্ এবং সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় কীট পতঙ্গ/রোগবালাই মুক্ত, খরা/লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্প-সময়ে (short-duration) ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রারণসহ সার্বিক কৃষি গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরমাণু ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্প-সময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তদ্রুপ স্বল্প-সময়ের (সর্বোচ্চ ১১০ দিন) উৎপাদিত শস্যের জাত চাষের ফলে দেশের মঙ্গাপীড়িত এলাকায় অভাবের সময় খাদ্যাভাব দূর করে মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

কৃষি উপকরণে পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ও সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষিজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার কারণে তাঁদেরকে শস্যমূল্য সহায়তার জন্য কৃষিবীমা এবং কৃষক পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৩৮৪.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে, আউশ ২৩.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩১.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৯১.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১৩.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন ও ভূট্টা ২৩.৬১ লক্ষ মেট্রিক টন। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আউশ ২৪.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩৫.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী এ অর্থবছরে ভুট্টার উৎপাদন হয়েছে ২৫.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন। বোরো ধান এর লক্ষ্যমাত্রা ১৯০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম এর ১৩.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বোরো ধান ও গম ফসল মাঠে থাকায় এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেখানো হয়েছে। সারণি ৭.১ -এ ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.১ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬ (লক্ষ্যমাত্রা)
আউশ	২২.৯৩	২১.০০	**২২.১৮**	২১.৩৩	২৩.৩৩	২১.৫৮	২৩.২৬	২৩.২৮	২৪.৭৫(প্রকৃত)
আমন	১১০.০৬	১২২.২৫	১২৬.৬০	১২৭.৯১	১২৭.৯৮	১২৮.৯৭	১৩০.২৩	১৩১.৯০	১৩৫.৫৫(প্রকৃত)
বোরো	১৮৬.৭৭	১৮২.৮৭	১৮৫.২৫	১৮৬.১৭	১৮৭.৫৯	১৮৭.৭৮	১৯০.০৭	১৯১.৯২	১৯০.০০
মোট চাল	**৩১৯.৭৬**	**৩২৬.১২**	**৩৩৪.০৩**	**৩৩৫.৪১**	**৩৩৮.৯০**	**৩৩৮.৩৩**	**৩৪৩.৫৬**	**৩৪৭.১০**	**৩৫০.৩০**
গম	৯.৫৬	৯.৫৮	১০.৩৯	৯.৭২	৯.৯৫	১২.৫৫	১৩.০২	১৩.৪৮	১৩.৯৫
ভুট্টা*	২৩.৬১	১১.৩৭	১৩.৭০	১৫.৫২	১৯.৫৪	২১.৭৮	২৫.১৬	২৩.৬১	২৫.৭২(প্রকৃত)
মোট	**৩৫২.৯৩**	**৩৪৭.০৭**	**৩৫৮.১২**	**৩৬০.৬৫**	**৩৬৮.৩৯**	**৩৭২.৬৬**	**৩৮১.৭৪**	**৩৮৪.১৯**	**৩৮৯.৯৭**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *কৃষি মন্ত্রণালয়

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন) । উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শুধুমাত্র বোরো ও আমন ফসল থেকে চাল সংগৃহীত হয়েছিল ১৪.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন, গম সংগৃহীত হয়েছিল ২.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ মোট ১৬.৭৬ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়েছিল। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ২.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। তন্মধ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বোরো এবং আমন ফসল থেকে ৭.৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

খাদ্যশস্য আমদানি

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) সার্বিকভাবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন, যা সম্পূর্ণ গম। সরকারি পর্যায়ে কোন চাল আমদানি করা হয় নি। তবে বেসরকারি খাতে ২.১৫ লক্ষ মে. টন চাল ও ২৫.৭৬ লক্ষ মে. টন গম সহ মোট ২৭.৯১ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে ।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারি ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় নগদ সহায়তা (monetised) আকারে (ওএমএস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক ও অন্যান্য) এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা সরাসরি খাদ্য সহায়তা (non-monetised) হিসেবে (কাজের বিনিময়ে খাদ্য- কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে সরকারিভাবে ২৫.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় (নগদ সহায়তা খাতে ৬.১০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং সরাসরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১২.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে ২৭.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত নগদ সহায়তা খাতে (ইপি, ওপি, এল.ই, ও.এ.ম.এস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক) ৩.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন এবং সরাসরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে (কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) ৫.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ সর্বমোট ৯.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন। যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ২০.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

খাদ্যশস্য রপ্তানি

চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ ঘাটতি থেকে উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে। বাম্পার ফলন, বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সন্তোষজনক মজুদ পরিস্থিতিতে উৎসাহিত হয়ে সরকার ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২৫ হাজার মে.টন মোটা চাল শ্রীলংকায় রপ্তানি করেছে। বেসরকারিভাবে কিছু পরিমাণ সুগন্ধি চাল রপ্তানি হলেও মোটা চাল রপ্তানিতে এটিই প্রথম পদক্ষেপ।

নিরাপদ খাদ্য

জনসাধারণের জন্য ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ থেকে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আইনটি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনসচেনতা তৈরি, আইনটির মৌলিক বিষয়সমূহের উপর সম্যক ধারণা ও সঠিক প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয় করবে। সমগ্র দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সকল খাদ্য ও খাদ্য উপাদান উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুশীলন ও তা অনুশীলনে উপাত্ত বিশ্লেষণ, সমাধান প্রভৃতি কার্যক্রম 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' এর দায়িত্বের মধ্যে থাকবে।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উন্নতমানের বীজ একটি অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। ভাল বীজ এককভাবে ফসলের ফলন ১৫-২০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের জন্য চাহিদামাফিক মানসম্মত

বীজের উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। কিছু সংখ্যক বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও ভাল বীজ, মূলতঃ হাইব্রীড ধান, ভূট্টা এবং শাক-সবজির বীজ সরবরাহের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মানসম্পন্ন বীজের কিছু অংশ ব্যক্তি ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৩টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ৭৩টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ছাড়া, এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে ৭৫টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় চাষি সংখ্যা ৭৩,৯৯৬ থেকে বৃদ্ধি করে ৭৪,৩২৭ জনে উন্নীত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জরিপকৃত জমির পরিমাণ ৮৯,২১৪ হেক্টর।

বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে চলতি ২০১৫-১৬ মৌসুমে বিএডিসি মোট ১.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণের অর্জন ও লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৭.২ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.২ঃ বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০১৩-১৪ অর্থবছরের অর্জন		২০১৪-১৫ অর্থবছরের অর্জন		২০১৫-১৬ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণ	
	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ (লক্ষ্যমাত্রা)
ধান বীজ	৮৩,৬০৮	৭৮,৩৭১	৮২,৪২৩	৮৪,৯০১	৮৫,৩০০	৭২,৯৮৭
গম বীজ	২৭,২০৮	২৪,৯৯৭	২৮,১৭৭	২৭,২০৮	২২,১০০	২০,৪৫১
ভুট্টা বীজ	২৩৮	২৫৬	২১৩	২১৩	৫	২২
আলু বীজ	২২,৫৬৮	২১,০৮৪	২৫,১৭৯	২২,৫৬৮	২৭,০৫২	২০,৬৬৮
ডাল বীজ	২,৩৫৩	২,০৩৬	১,৭২৬	২,৩৫৩	২,৩৫৮	৮৬১
তৈল বীজ	১,৭৮২	১,৫৭৯	১,৪২১	১,৭৮২	১,৭৯২	১,০৮৪
পাট বীজ	৭৯০	১,০১৩	১,০৪৪	১,০৪৪	১,১৫০	-
সবজি বীজ	১২৫	১২১	১২৩	১১৫	১০৭	১৪২
মসলা জাতীয় বীজ	১০৮	৯২	১০৯	১০৮	৯৭	৮৭
সর্বমোট	১,৩৮,৭৮০	১,২৯,৫৪৯	১,৪০,৪১৪	১,৪০,৩১৭	১,৩৯,৯৬১	১,১৬,৩০২

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, ফেব্রুয়ারি,২০১৬ পর্যন্ত ।

সার

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে উচ্চ ফলনশীল জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এসব উচ্চ ফলনশীল ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে মাটিতে জৈবসারের পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ইউরিয়া সার ব্যবহৃত হয়েছে ২৪.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং মোট সার ব্যবহৃত হয়েছে ৪৪.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহার করা হয়েছে ৪৭.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২৬.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সার ব্যবহারের পরিমাণ সারণি ৭.৩ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৩ঃ কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

('০০০' মেট্রিক টন)

অর্থবছর	সারের নাম										মোট
	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এনপিকেএস	এমওপি	এএসপি	জিপসাম	জিংক	অন্যান্য	
২০০৬-০৭	২৫১৫.০০	৩৪০.০০	১১৫.০০	১২২.০০	১২৫.০০	২৩০.০০	৬.০০	৭২.০০	২৬.০০	-	৩৫৫১.০০
২০০৭-০৮	২৭৬২.০০	৩৯২.০০	১২৯.০০	১১৮.০০	১২০.০০	২৬২.০০	৭.০০	৭৫.০০	২০.০০	-	৩৮৮৫.০০
২০০৮-০৯	২৫৩২.৯৬	১৫৬.০০	১৮.২৩	২০.০০	৪০.০০	৭৫.০০	৩.০০	১৫.০০	৫.০০	-	২৮৬৫.১৯
২০০৯-১০	২৪০৯.০০	৪২০.০০	১৩৬.০০	-	৫০.০০	২৬৩.০০	৫.০০	২০.০০	১০.০০	-	৩৩১৩.০০
২০১০-১১	২৬৫২.০০	৫৬৪.০০	৩০৫.০০	-	৪০.০০	৪৮২.০০	৫.০০	২৫.০০	১২.০০	-	৪০৮৫.০০
২০১১-১২	২২৯৬.০০	৬৭৮.০০	৪০৯.০০	-	২০.০০	৬১৩.০০	৬.০০	১৫.০০	১২.০০	-	৪০৪৯.০০
২০১২-১৩	২২৪৭.০০	৬৫৪.০০	৪৩৪.০০	-	২৫.০০	৫৭১.০০	৮.৫০	৪০.০০	২৪.০০	১৯.০০	৪০২২.৫০
২০১৩-১৪	২৪৬২.০০	৬৮৫.০০	৫৪৩.০০	-	২৭.০০	৫৭৭.০০	৩.০০	১২৬.০০	৪২.০০	০.৪০	৪৪৬৫.৪০
২০১৪-১৫	২৬৩৮.০০	৭২২.০০	৫৯৭.০০	-	২৭.০০	৬৪০.০০	৬.২২	১২২.০০	৩৯.০০	-	৪৭৯১.২২

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয় ।

সেচ ব্যবস্থাপনা

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচকে কৃষি উপকরণসমূহের মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন এবং অপরিকল্পিতভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে দেশের একটি ব্যাপক এলাকা শুকনো মৌসুমে সেচের পানি পাচ্ছে না। অতএব, ফসলের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সু-পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ অন্যতম জরুরি। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেচ ব্যয় হ্রাসের ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। যদিও ক্ষুদ্র সেচের বিরাট অংশই বেসরকারি মালিকানাধীন, তবুও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের যাতে স্বল্প খরচে টেকসই সেচ সুবিধা প্রদান সম্প্রসারিত হয়। দক্ষ ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সেচের পানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে ভেজা ও শুকনো (Alternate Wetting and Drying-AWD) প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, বেড়িবাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মান, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, পাহাড়ি এলাকায় ঝিরিবাঁধ নির্মাণ ও কূপ খনন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরে সর্বমোট ২০১টি অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার স্থাপন করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব অটো ওয়াটার রেকর্ডারের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তের ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং ডিজিটাল ডাটা ব্যাংক প্রস্তুত করার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ তথ্য ব্যবহার করে ইতোমধ্যে Groundwater Zoning Map তৈরি করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের কোথায় কোন ধরনের সেচযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে তা সহজেই নিরূপণ করা সম্ভব হবে। এছাড়া, স্মার্ট কার্ড/প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ফলে সেচ চার্জ আদায় সহজতর হয়েছে এবং কৃষক সঠিক সময়ে ও পরিমাণ মতো ফসলে সেচ দিতে সমর্থ হচ্ছে। প্রথমবারের মত ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক একটি কর্মসূচির মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি তথা সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলার ১১টি সৌর চালিত সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য জেলায়ও সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে।

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে ১১টি সেচ প্রকল্প ও ৩টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ৭০০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ২৪৮টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, ৫৯৯.০৪ কিঃমিঃ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, ১৫.২০ কিঃমিঃ ভূ-পরিস্থ সেচনালা, ১১৮ টি গভীর নলকূপ, ৬১০ টি শক্তি চালিত পাম্প, ১৪৯ টি গভীর নলকূপ পুর্নবাসন, ৩৫১টি সেচযন্ত্রে

বিদ্যুতায়ন, ২৪৫টি স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটার স্থাপন করার সংস্থান রয়েছে যা জুন,২০১৬ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। সারণি ৭.৪ এ গত এক দশকে বছরভিত্তিক সেচকৃত জমির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৪ঃ সেচকৃত জমির আয়তন

(লক্ষ হেক্টরে)

সেচ পদ্ধতি	২০০৬-০৭ *	২০০৭-০৮*	২০০৮-০৯*	২০০৯-১০*	২০১০-১১*	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬ (লক্ষ্যমাত্রা)
এলএল পি ও অন্যান্য	৯.৬১	১০.৬৭	১০.৯১	১১.০৭	১০.৩৯	১১.৪৫	১১.৯৬	১২.৪৬	১২.৫১	১২.৮৬
গভীর নলকুপ	৭.২৫	৭.৮৬	৭.৯০	৭.৭৩	৭.১৯	৭.৫৯	৯.৩৪	৮.৭৮	৯.৬২	৯.০৮
অগভীর নলকুপ (সারফেস/ডিপ/ ভেরি- ডিপসেট)	৩১.৯৬	৩১.৯৭	৩২.৪৫	৩৩.৩৭	৩৫.০৫	৩৪.১৮	৩২.৪২	৩২.৭৮	৩২.৩৫	৩৩.১৮
মোট সেচ	**৪৮.৮২**	**৫০.৪৯**	**৫১.২৬**	**৫২.১৭**	**৫২.৬৩**	**৫৩.২২**	**৫৩.৭২**	**৫৪.০২**	**৫৪.৪৮**	**৫৫.১২**

উৎসঃ বিবিএস,* ডিএই, কৃষি মন্ত্রণালয়।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সবগুলো জেলাতে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ১৫,০৯২ টি গভীর নলকূপ ব্যবহার করে আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে সর্বমোট প্রায় ৭.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ যাবৎ ৩,০১১ টি পুকুর, ৬টি দীঘি ও ১,৫৭৬ কিঃমিঃ খাস খাল/খাঁড়ি পুনঃখনন এবং উক্ত খালে ৬৮৫টি পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রায় ৮৭ হাজার হেক্টরেরও অধিক আয়তনের জমিতে সম্পূরক সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ১.১০ লক্ষ কৃষক উপকার ভোগ করেছেন। সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোদাগাড়ী, পুঠিয়া ও চারঘাট উপজেলায় পদ্মা নদী হতে পানি উত্তোলন করে খালে স্থানান্তর করে খাল পাড়ে এবং গোমস্তাপুর, মহাদেবপুর, পত্নীতলা, ধামুইরহাট, সাপাহার, পোরশা ও মান্দা উপজেলায় মহানন্দা, পুনর্ভবা ও আত্রাই নদীর পাড়ে সর্বমোট ১৩০টি Low Lift Pump (LLP) স্থাপন করে পার্শ্ববর্তী প্রায় ৫০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলায় ছাওড় ইউনিয়নের কুশুমকুন্ডা গ্রামে যেখানে কোন সেচযন্ত্র কার্যকর নয় সেখানে ১৭ একরের একটি জলাধার পুনঃখনন করে প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে বছরব্যাপী সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাণীনগর উপজেলায় রক্তদহ বিলের জলাবদ্ধতা দূর করার লক্ষ্যে ৬.৫০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। ফলে প্রায় ১,৪০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে এবং খালের সংরক্ষিত পানি দ্বারা জমিতে সম্পুরক সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বরেন্দ্র অঞ্চলের যে সকল এলাকায় কোন সেচযন্ত্র কার্যকর নয়, জনসাধারণ নদী, ডোবা/নালার দূষিত পানি পান করত এবং সেচ কাজ পরিচালনার কোন ব্যবস্থা ছিল না, সেকল এলাকায় ১০০টি পাতকূয়া খনন করে এলাকার জনসাধারণের খাবার পানির চাহিদা পূরণ করাসহ কম পানি প্রয়োজন হয় এমন ফসল চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কৃষি ঋণ

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাত এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে বিগত নীতিমালার মূল দিকগুলো বিদ্যমান রেখে কয়েকটি নতুন বিষয় এ নীতিমালায় সংযোজন করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণের আওতা বৃদ্ধি, পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকান্ড সম্প্রসারণে কৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ, কৃষকদের অধিক হারে ব্যাংকমুখী করা তথা আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, আমদানি বিকল্প ফসল চাষে বাড়তি উৎসাহ প্রদান, বীজ উৎপাদন খাতে ঋণ প্রদান, কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে ঋণ প্রদান, নেপিয়ার ও ক্যাপসিকাম চাষে ঋণ প্রদান, আম ও লিচু বাগান পরিচর্যার জন্য অর্থ সরবরাহ , উদ্ভাবিত নতুন ফসল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দেয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ নীতিমালা কাঙ্খিত কৃষি উৎপাদনে প্রত্যক্ষ সহায়তার পাশাপাশি কৃষকদের

অনুকূলে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি, আয় সৃজনমূলক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র বিমোচন এবং পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের জীবন মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ১৫,৫৫০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫,৯৭৮.৪৬ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ১০২.৭৬ শতাংশ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ১৬,৪০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং জানুয়ারি,২০১৬ পর্যন্ত মোট ১০,০৭৯.৪৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬১.৪৬ শতাংশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি ৭.৫ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৫ঃ বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০০৫-০৬	৫,৮৯২.২১	৫,৪৯৬.২১	৪,১৬৪.৩৫	১৫,৩৭৬.৭৯
২০০৬-০৭	৬,৩৫১.৩০	৫,২৯২.৫১	৪,৬৭৬.০০	১৪,৫৮২.৫৬
২০০৭-০৮	৮,৩০৮.৫৫	৮,৫৮০.৬৬	৬,০০৩.৭০	১৭,৮২২.৫০
২০০৮-০৯	৯,৩৭৯.২৩	৯,২৮৪.৪৬	৮,৩৭৭.৬২	১৯,৫৯৮.১৫
২০০৯-১০	১১,৫১২.৩০	১১,১১৬.৮৮	১০,১১২.৭৫	২২,৫৮৮.৫৮
২০১০-১১	১২,৬১৭.৪০	১২,১৮৪.৩২	১২,১৪৮.৬১	২৫,৪৯২.১৩
২০১১-১২	১৩,৮০০.০০	১৩,১৩২.১৫	১২,৩৫৯.০০	২৫,৯৭৪.৯৭
২০১২-১৩	১৪,১৩০.০০	১৪,৬৬৭.৪৯	১৪,৩৬২.২৯	৩১,০৫৭.৬৯
২০১৩-১৪	১৪,৫৯৫.০০	১৬,০৩৬.৮১	১৭,০৪৬.০২	৩৪,৬৩২.৮১
২০১৪-১৫	১৫,৫৫০.০০	১৫,৯৭৮.৪৬	১৫,৪০৬.৯৬	৩২,৯৩৬.৮০
২০১৫-১৬*	১৬,৪০০.০০	১০,৭৯০.৪৫	৯,৫৯৪.২৪	৩২,৬০১.৪০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত।

কৃষিখাতের সংস্কার

দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপ-খাত যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম; কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষি পণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুর্নবাসন; কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম; শস্য সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনঃ

- ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাস ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ প্রকল্প গ্রহণ;
- ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ;
- কৃষি জমির যথাযথ ব্যবহার ও সারসহ অন্যান্য কৃষি-উপকরণের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সচেতনকরণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও অধিক তাপমাত্রা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন;
- ক্রপ জোনিং এর মাধ্যমে কোন্ ফসলের জন্য কোন্ এলাকাটি উপযুক্ত তা নির্ধারণ;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- আধুনিক চাষাবাদের কলাকৌশল কৃষক পর্যায়ে পৌছে দেয়ার জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি;
- কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ;

- কৃষি খাতে মৌসুমী শ্রমিকের ঘাটতি মোকাবেলায় কৃষি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- খামার যান্ত্রিকীকরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান;
- হাওর অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বীজের সংকট দূর করে নির্দিষ্ট সময়ে কৃষকের হাতে উন্নত বীজ সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ হিমাগার স্থাপন;
- দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় (দশমিনা) মানসম্পন্ন বীজের ঘাটতি মোকাবেলায় ১,০৪৪ একর জমির ওপর বীজ বর্ধন খামার ও নোয়াখালীর সুবর্ণ চরে ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- কৃষক পর্যায়ে মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ;
- সেচ এলাকা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে পতিত জমিকে আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম গ্রহণ;
- ডিজিটাল কৃষি বাস্তবায়নে কৃষিতথ্য সেবা ও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্টেশন স্থাপন;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (Agriculture Information & Communication Centre (AICC) স্থাপন;
- কৃষি এবং কৃষি ভিত্তিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ই-কৃষি সেবার উন্নয়ন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য Online Fertilizer Recommendation Software, Bangladesh Rice Knowledge Bank ইত্যাদি;
- কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান কার্যালয়ে ১ টি কৃষি কল সেন্টার স্থাপন;
- জেলা পর্যায়ে বিপণন অফিসগুলোকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতাভুক্তকরণ এবং হাট বাজারের বাজারদর ও তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dam.gov.bd-তে প্রচার এবং পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ;
- বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির কল সেন্টারসমূহে যোগাযোগের মাধ্যমে কৃষি এবং কৃষি ভিত্তিক সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- চিনি ও গুড়ের আমদানি নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ;
- তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- আমদানিকৃত বীজের রোগ-বালাই পরীক্ষার জন্য Post-Entry Quarantine Centre স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ;
- ক্ষতিকর রাসায়নিক ও বালাইমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয়করণ এবং মানসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য জৈব কৃষি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ;
- পাটের জেনম সিকোয়েন্সিং এর উপর প্রায়োগিক গবেষণা, পাট চাষের এলাকা চিহ্নিতকরণ ও রিবন রেটিং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষিখাতে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- দেশের জনগনের পুষ্টি চাহিদা পুরণে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) প্রতিষ্ঠা ও এর মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সেচ কার্যক্রম দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বারিদ পাইপ/ ফিতা পাইপের প্রচলন;
- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর উপকেন্দ্র স্থাপন।

মৎস্য সম্পদ

মৎস্য উৎপাদন

চলতি অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৬৫ শতাংশ মৎস্য খাতের অবদান। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২৩.৮৪ শতাংশ মৎস্য খাত থেকে আসে। দেশের রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ বৃদ্ধি করা এ খাতের একটি অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে- সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ, খাস জলাশয়ে মৎসজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, ঘের ও খাঁচায় মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুনঃখনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। মৎস্য অধিদপ্তর মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য/চিংড়ি চাষি ও মৎস্যজীবীদের নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন করছে। উল্লেখ্য, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় এবং চাষকৃত বদ্ধ জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৬.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩৮.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন । সারণি ৭.৬ -এ ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদন পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬ (লক্ষ্যমাত্রা)
১. অভ্যন্তরীণঃ									
(ক) মুক্ত জলাশয়									
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	১.৬৯	১.৮২	১.৪৫	১.৪৬	১.৪৭	১.৬৭	১.৭৫	১.৭৮
সুন্দরবন	১.৭৮	০.২০	০.০৮	০.২২	০.২২	০.২২	০.১৭	০.১৮	০.১৮
বিল	১.১৪	০.৯৩	১.২৭	০.৮২	০.৮৫	০.৮৯	০.৮৯	০.৯৩	০.৯৬
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৯	০.০৭	০.০৯	০.০৮	০.০৯	০.০৮	০.০৮	০.০৯
প্লাবনভূমি	২৮.১০	৬.১৭	৭.০৫	৭.৯৭	৬.৯৬	৬.৮৬	৭.১৪	৭.৩০	৭.৪৯
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	**৪০.২৫**	**৯.০৮**	**১০.৭৫**	**১০.৫৫**	**৯.৫৭**	**৯.৬১**	**৯.৯৫**	**১০.২৪**	**১০.৪৯**
(খ) চাষকৃত									
পুকুর	৩.৭২	১০.২৭	১১.৩৯	১২.২০	১৩.৯২	১৪.৭৯	১৫.২৭	১৬.১৩	১৭.৩৯
বাওড়	০.০৬	০.০৬	০.০৯	০.৫১২	০.০৫২	০.০৬	১.৯৩	০.০৭	০.০৭
অর্ধ আবদ্ধ	১.৩৩	-	০.৪৬	০.০৪৯	১.৩২	১.৩৯	০.০৭	২.০১	২.০৮
চিংড়ি খামার	২.৭৬	১.৪৯	১.৫৬	১.৮৫	১.৯৬	২.০৪	২.১৬	২.২৩	২.৩১
পেন কালচার	০.০৮	-	-	-	-	-	০.১৩	০.১৩	০.১৩
কেজ কালচার	০.০০১	-	-	-	-	-	০.০১	০.০২	০.০২
উপ-মোট (চাষকৃত)	**৭.৯৫১**	**১১.৮২**	**১৪.২৬**	**১৪.৬০**	**১৭.২৬**	**১৮.৬০**	**১৯.৫৬**	**২০.৬১**	**২২.০০**
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.০৩**	**২০.৯০**	**২৪.০২**	**২৫.১৫**	**২৬.৮৩**	**২৮.৮১**	**২৯.৫১**	**৩০.৮৫**	**৩২.৪৯**
২. **সামুদ্রিকঃ**									
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		০.৪৮	০.৩৪	০.৪১	০.৭৩	০.৭৩	০.৭৭	০.৮৪	০.৮৬
(খ) আর্টিসেন্যাল		৫.৬৩	৪.৮৩	৫.০৫	৫.০৫	৫.১৬	৫.১৯	৫.৫১	৫.১৯
মোট (সামুদ্রিক)	**-**	**৬.১১**	**৫.১৭**	**৫.৪৬**	**৫.৭৮**	**৫.৮৯**	**৫.৯৬**	**৫.৯৯**	**৬.০৫**
সর্বমোট	**-**	**২৭.০১**	**২৮.৯৯**	**৩০.৬২**	**৩২.৬২**	**৩৪.১০**	**৩৫.৪৭**	**৩৬.৮৪**	**৩৮.৫৫**

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

মাছের রেনু ও পোনা উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান শর্তই হচ্ছে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার সহজলভ্যতা। পরিবেশ ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা যেমন অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, শস্য ক্ষেতে কীটনাশকের অপরিমিত ও অবাধ ব্যবহার, পানি দূষণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক উৎসে রেনু উৎপাদনসহ পোনা উৎপাদন ও আহরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে হ্যাচারিগুলোতে রেনু উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা নিরসনে মৎস্য অধিদপ্তর ৩২ টি সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা যথাযথভাবে পালন করে গুণগতমান সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করছে। এতে পোনার গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে। এ মানসম্পন্ন ব্রুড মাছগুলো স্বল্প মূল্যে অন্যান্য বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের কাছে বিতরণ করা হচ্ছে। বর্ধিত পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১৩৮টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ৯০৭ টি হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে। সারণি ৭.৭ - এ গত কয়েক বছরের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারি'তে উৎপাদিত রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৭ঃ মৎস্য হ্যাচারি'তে রেণু/পোনার উৎপাদন

সাল	হ্যাচারির সংখ্যা		রেণু (মেট্রিক টন)			উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (কোটি)		
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০০৭	১১৩	৮৬০	৬.২৪	৪৫৭.২৯	৪৬৩.৬৫	২.০৩	৬২২.১৩	৬২৪.১৬
২০০৮	১১৩	৮৭৩	৬.৪০	৪১৬.৯৫	৪২৪.৩৫	২.৭৬	৫৪৯.০৪	৫৫১.৮০
২০০৯	১১৫	৮৮০	৪.৫২	৪৫৮.১৮	৪৬২.৭০	১.৬৬	৯৬০.০১	৯৬১.৬৭
২০১০	১২০	৮৬২	৫.৫৯	৪৬০.২০	৪৬৫.৭৯	২.১১	৯৮৩.৮৭	৯৮৫.৯৮
২০১১	১২৫	৮৪৫	৬.৮৪	৬১৭.৬৪	৬২৪.৪৮	২.১২	৮১৮.২১	৮২০.৩৩
২০১২	১২৫	৯০২	৯.০৭	৬২৬.৫২	৬৩৫.৫৯	২.১৪	৮২২.৬২	৮২৪.৭৬
২০১৩	১৩৪	৮৮৭	৯.০৪	৪৫০.০৭	৪৫৯.১১	১.৩৫	৯০০.১৫	৯০১.৫০
২০১৪	১৩৬	৮৯৩	৯.৮৭	৪৯২.৪৭	৫০২.৩৪	৪.২৮	১০২৮.৩৩	১০৩২.৬১
২০১৫	১৩৮	৯০৭	১০,৩৯৮	৫৩১.০৫	৫৪১.৪৫	২.৪৯	৭৯৭.৩১	৭৯৯.৮০

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি

ইলিশ অভয়াশ্রম সন্নিহিত ৪টি জেলায় জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান টেকসই ভিত্তিতে পরিচালনার নিমিত্ত ৫ বছর মেয়াদি জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০০৯ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত উপজেলাসমূহে জাটকা আহরণকারী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবছর নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট সাত মাস জাটকা রক্ষা কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ২০১০-১১ সালে ৬,৮৬৯টি জেলে পরিবারকে ৫.১৭ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ৭,৫০০টি জেলে পরিবারকে ৫.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে উপকরণ সহায়তা প্রদান এবং ৭৭৮৫ জন সুফলভোগীকে বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৫ জেলার ৮০ টি উপজেলায় ২,২৪,১০২ জেলে পরিবারের মধ্যে ৪০ কেজি হারে ৪ মাসে মোট ৩৫.৮৬ হাজার মে.টন খাদ্যশস্য এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ১,১৬৫ পরিবারের মধ্যে ১১৬.৫০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ঘোষিত ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন গণমাধ্যমে যথাযথ প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। ভরা প্রজনন মৌসুমে চিহ্নিত প্রজননক্ষেত্র প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণ ও অবাধ প্রজনন করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং বিএফআরআই-এর অংশগ্রহণে বিশেষ সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা এবং ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ৩.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন-এ পৌঁছেছে, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ থেকে গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর, সৌদি আরব, সুদানসহ অন্যান্য উন্নত দেশে রপ্তানি হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ০.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,৬৬০.৬০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) ০.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২,৬৬২.১০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ করে মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তির কার্যক্রম এবং উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সকল স্তরে মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) এবং ট্রেসেবিলিটি (Traceability) ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। HACCP পদ্ধতি প্রর্বতনের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় এ খাতে আশাতীত সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ

স্থিরমূল্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে ১.৬৬ শতাংশ। সার্বিক কৃষি খাতের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১০.৮৫ শতাংশ। দৈনন্দিন খাদ্যে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চাষাবাদ, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। গবাদি পশু ও হাঁস- মুরগির টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, জাত উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত তরল ও হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত দেশে গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় যথাক্রমে ৫ কোটি ৪২ লক্ষ ২৭ হাজার এবং ৩১ কোটি ৭৭ লক্ষ ০৫ হাজার। সারণি ৭.৮ -এ দেশে প্রাণি ও পাখির পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৮ঃ প্রাণি ও পাখির সংখ্যা

প্রাণি/পাখি	সংখ্যা (লক্ষ)							
	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৩-১৪	২০১৫-১৬ (ফেব্রুয়ারি'১৬)
গরু	২২৯.৭৬	২৩০.৫১	২৩১.২১	২৩১.৯৫	২৩৩.৪১	২৩৪.৮৮	২৩৬.৩৬	২৩৭.৩৫
মহিষ	১৩.০৪	১৩.৪৯	১৩.৯৪	১৪.৪৩	১৪.৫০	১৪.৫৭	১৪.৬৪	১৪.৬৯
ছাগল	২২৪.০১	২৩২.৭৫	২৪১.৪৯	২৫১.১৬	২৫২.৭৬	২৫৪.৩৯	২৫৬.০২	২৫৭.১১
ভেড়া	২৮.৭৭	২৯.৭৭	৩০.০২	৩০.৮২	৩১.৪৩	৩২.০৬	৩২.৭০	৩৩.১৩
মোট গবাদি প্রাণি	৪৯৫.৫৮	৫০৬.৫২	৫১৬.৬৬	৫২৮.৩৬	৫৩২.১১	৫৩৫.৯০	৫৩৯.৭২	৫৪২.২৭
মোরগ মুরগি	২২১৩.৯৪	২২৮০.৩৫	২৩৪৬.৮৬	২৪২৮.৬৬	২৪৯০.০০	২৫৫৩.১১	২৬১৭.৭০	২৬৬০.৭৬
হাঁস	৪১২.৩৪	৪২৬.৭৭	৪৪১.২০	৪৫৭.০০	৪৭২.৫৩	৪৮৮.৬১	৫০৫.২২	৫১৬.২৯
মোট হাঁস - মুরগি	২৬২৬.২৮	২৭০৭.১২	২৭৮৮.০৬	২৮৮৫.৬৬	২৯৬২.৬৪	৩০৪১.৭২	৩১২২.৯৩	৩১৭৭.০৫

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

প্রাণিজ উৎস হতে দেশে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য যেমন: দুধ, মাংস (গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি) এবং ডিমের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০১৬) পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণি ৭.৯ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৯ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন								
		২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
দুধ	লক্ষ টন	২৬.৫০	২২.৮৬	২৩.৬৫	২৯.৪৭	৩৪.৬৩	৫০.৬৭	৬০.৯০	৬৯.৭০	৫২.৩০
মাংস	লক্ষ টন	১০.৪০	১০.৮৪	১২.৬৪	১৯.৮৬	২৩.৩২	৩৬.২০	৪৫.২০	৫৮.৬০	৪৬.৫৯
ডিম	লক্ষ টি	৫৬৫৩২	৪৬৯২০	৫৭৪২৪	৬০৭৮৫	৭৩০৩৮	৭৬১৭৩	১০১৬৮০	১,০৯,৯৫২	৮৮,২৩৫

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত।

গবাদি প্রাণির কৃত্রিম প্রজনন

বর্তমানে সাভারস্থ কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে সমগ্র দেশব্যপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ৩,৭৫২টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে হিমায়িত ও তরল সিমেন ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১.২০ লক্ষ।

প্রাণি সম্পদ আইন প্রণয়ন ও প্রাণি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন

গবাদিপশু-পাখির মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ এবং নির্বিচারে গবাদিপশু জবাই রোধসহ মানুষের জন্যে মানসম্মত মাংস সরবরাহের বিষয়াদি বিবেচনা করে যথাক্রমে মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন-২০১০ এবং পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১১ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ হয়েছে। বর্তমানে এই আইন দু'টির বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। পশু খাদ্য বিধিমালা-২০১৩ কার্যকর হয়েছে।

দেশে প্রাণি চিকিৎসার আধুনিক সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬৪টি জেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত জেলা প্রাণি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি পোল্ট্রি ও গবাদি প্রাণির রোগ নির্ণয় এবং কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার ও নির্বাচিত জেলাগুলোতে প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার হতে পোল্ট্রি ও গবাদি প্রাণির খাদ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হচ্ছে। উপজেলা ভেটেরিনারি ডিসপেনসারি কেন্দ্র হতেও রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সুবিধার পাশাপাশি ক্ষুদ্র খামারি ও কৃষকগণকে গবাদি প্রাণি, হাঁস-মুরগি লালন পালনের উপর প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেকেই আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য খামার স্থাপন করেছেন। 'উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ULDC) প্রকল্প (৩য় পর্যায়)' এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপজেলায় পুরাতন ইউএলডিসি মেরামত ও নতুন ইউএলডিসি নির্মাণ এবং হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি খামারে হ্যাচারি স্থাপন এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে।

প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বর্তমানে ১৭ প্রকারের টিকা উৎপাদন,বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গবাদিপ্রাণির জন্য ৯৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪২৫ ডোজ এবং পোল্ট্রির জন্য ১৪ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯০০ ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে। একই সময়ে উৎপাদিত ও পূর্বের মজুত থেকে মোট ৮০ লক্ষ ২৩ হাজার ৬০৮ ডোজ গবাদি প্রাণির ও ১৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৪৫ ডোজ হাঁস-মুরগির টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। টিকা উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য ''টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণাগার সম্প্রসারণ'' প্রকল্প চলমান আছে। এছাড়াও ট্রান্সবাউন্ডারী রোগ প্রতিরোধের জন্যে জলবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমান বন্দরসমূহে ''প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ'' প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪ টি এ্যানিমেল কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সার্বিক কৃষি খাতের বাজেট

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বিক কৃষি খাতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট ১৫,৮৬০ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন খাতে ১২,৬১৪ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৩,২৪৬ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে, যা মোট বাজেটের ৫.৩৭ শতাংশ। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৪,৪২৬.৬৩ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। তাছাড়া, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬৭.৪৬ কোটি টাকা, এর মধ্যে ছাড় করা হয়েছে ৩৪.৯৭ কোটি টাকা।